দৈনিক খবর

11 SEP 1989
তারিখ ... 08 SEP 1988
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮

33

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ১০ই সেপ্টেম্বর।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্তকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন স্বাগতঃ জানালেও 'সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদ' শুরু থেকে বিরোধিতা করে আসছে। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় এই পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভূক্ত ৬টি সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দু'জন করে এবং ইসলামী ছাত্র শিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত হয়। উপাচার্য

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

শিক্ষা পরিবেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিষদের সভাপতি এবং রেজিষ্ট্রার সদস্য সচিব থাকবেন। এছাড়া উপ–উপাচার্যসহ কর্মকর্তা এবং শিক্ষক সমিতি ও কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিও এতে থাকবেন। পরিষদ যে কোন ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতারোধে এবং মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয়ব্যবস্থানেবে।

গত মাসের শেষ দিকে স্থানীয় ৮ দল ও ৫ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাকালে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের আহবান জানান। উপাচার্য এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। উপাচার্যের সাথে অপর এক বৈঠকে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দও বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে উপাচার্যের আলোচনার পর শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৩১শে আগস্ট সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এরপর থেকে 'সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদ' নামে একটি সংস্থা এই পরিষদ গঠনের বিরোধিতা করে আসছে। গত বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেট সভার নির্ধারিত তারিখে তারা শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের প্রস্তাব বাতিলসহ ৩ দফা গঠনের সিদ্ধান্তের পতিবাদে গতকাল শনিবারও তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘর্মঘট করেছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে স্বাগতঃ জানিয়ে বলেছেন, এটা সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনের আংশিক বিজয়।

গত ৩ বছর ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গোলযোগময়। এ সময়ে বার বার লেখাপড়ার পরিবেশ ব্যাহত হয়েছে। অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যেই উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীকে বিদায় নিতে হয়েছে। অশান্ত পরিস্থিতির জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দায়ী করা হয়েছে। অবশ্য সংগঠনটি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সব সময় অস্বীকার করেছে। আশা করা হচ্ছে, দীর্ঘদিনের অশান্ত ক্যাম্পাস 'শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ' গঠন ও এর কর্মতৎপরতা শুরুর মধ্য দিয়ে দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে।